কারিগরী বার্তা

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৪২৭

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কারিগরী বার্তা

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা
এবং পৃষ্ঠপোষক - **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি - **শ্রী অনুপ কুমার আগরওয়াল,** *আই.এ.এস.* প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা - **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য,** *আই.এ.এস.*
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, চেয়ার পার্সন
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক - **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্লু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক - **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়, অতিরিক্ত অধিকর্তা**

সম্পাদক - **শ্রী শঙ্খ মল্লিক, সহ অধিকর্তা**
শ্রী শঙ্খ মিশ্র, সহ অধিকর্তা
শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক

সম্মাননীয় বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কলমে

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলার সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে আমরা। কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নেও আমরা দেশের সেরা। আমরা উৎকর্ষে পৌঁছবোই। সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

উৎকর্ষে পৌঁছবার জন্য চাই মেধা ও কর্মদক্ষতা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই লক্ষ্য সামনে রেখে দক্ষতার প্রতিযোগিতা শুরু হোক।

আমরা সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করেছি। আগামী দিনেও করবো।

করোনা অক্রমণের কারণে আমরা নববর্ষ পালন করতে পারিনি। করোনা আবহে বর্তমানে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সকলকে চলতে হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা ই-লার্নিং ব্যবস্থা চালু করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের তার সুযোগ নিতে হবে।

করোনার মধ্যেও আমাদের ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক ও কর্মচারীরা সরকারি নিয়ম মেনে কাজ করছেন। তাঁদের সকলের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

করোনা বিরোধী লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। হার মানাতেই হবে এই ভয়ঙ্কর ভাইরাসকে। প্রত্যেকে সাবধানে থাকুন। নিয়ম মেনে চলুন।

এর মধ্যেও আমাদের এগোতে হবে। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা এগিয়ে যাবোই। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

শ্রী পূর্ণেন্দু বসু
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,
কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

প্রধান সচিব মহাশয়ের কলমে

শ্রী অনুপ কুমার আগরওয়াল, আই.এ.এস.

'কারিগরী বার্তা' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ণ দপ্তরের একটি উদ্যোগ। এই প্রকাশনা দপ্তরের জনসংযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি, সাফল্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি দপ্তরের এই নিজস্ব সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে পাঠক-পাঠিকার কাছে। যাঁরা এই সংবাদ পত্রিকা প্রকাশনার কাজে যুক্ত আছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমান করোনা আবহে 'কারিগরী বার্তা'-র ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ দপ্তরের এবং কাউন্সিলের ওয়েব পোর্টালে তুলে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বাড়িতে বসেই ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকবৃন্দ, সকল শিক্ষক-প্রশিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ দপ্তরের খবরাখবর নিয়মিত পেয়ে যেতে পারেন।

দপ্তরের কাজকর্ম যাতে আরো সময়োপযোগী এবং আরো আরো মানব কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে সেই ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ তাঁদের সৃজনশীল পরামর্শ এই প্রকাশনার কার্যালয়ে পত্রাকারে পাঠাতে পারেন। ঠিকানা এবং ই-মেল পত্রিকার শেষ পাতায় দেওয়া আছে।

আসুন, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলার তরুণ প্রজন্মকে সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যাই!

সকলে সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন!

করোনা ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিহত করতে কারিগরী শিক্ষায় ই-লার্নিং-এর কর্মসূচি

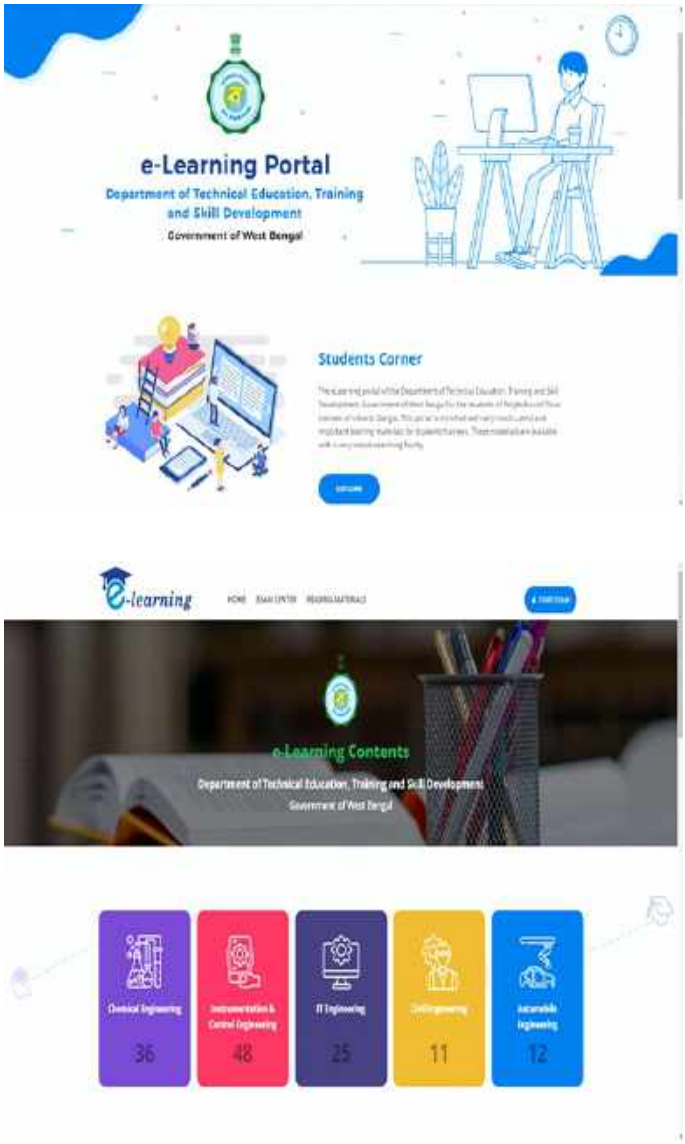

(ক) আই.টি.আই. শাখা

দীর্ঘ লকডাউনের সময়ে আই.টি.আই.-এর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেই কারণে D.I.T.-র তরফ থেকে ৬ ই এপ্রিল থেকে ই-লার্নিং-এর মাধ্যমে পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৫ই জুন, ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি, পি.পি.পি. পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি আই.টি.আই.-এর প্রায় ৮০-৮৫% ছাত্র-ছাত্রী ই-লার্নিং প্রোগ্রামে অংশ নেয়।

ই-লার্নিং ক্লাসগুলি মূলত জুম অ্যাপ, গুগল্ মিট এবং হোয়াটস অ্যাপ প্লাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন আই.টি.আই.-এর ইনস্ট্রাকটাররা ইউটিউবেও বাংলাতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আপলোড করেছেন।

মক টেস্টের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের গঠনমূলক মূল্যায়ণও চলছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে প্রায় ৫৪০০০ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছে। এছাড়াও যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী দুর্বল নেট্ওয়ার্ক ও স্মার্টফোন না থাকার কারনে ই-লার্নিং প্লাটফর্মে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। আই.টি.আই. গুলির বিভিন্ন ট্রেডকোর্সের ই-লার্নিং বিষয়বস্তু D.G.T.-র Bharat Skill, NIMI ওয়েবসাইট/অন্লাইন অ্যাপ-এ দেওয়া আছে। ইনস্ট্রাকটর ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এর মাধ্যমেও নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারছে।

(খ) পলিটেকনিক শাখা

বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারী প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের সমস্ত সংস্থার পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের পথকে অবরুদ্ধ করে তুলেছে। বিশ্বের প্রায় সমস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করোনার এই অকল্পনীয় তান্ডবে ছাত্র-ছাত্রী, গবেষকদের কাছে পঠন-পাঠন, গবেষণার জন্য নাগাল পাওয়ার মত উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার এবং পঠন-পাঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এক অনভিপ্রেত অনন্য পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করছে। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ গত মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের কোন সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ ইলেক্ট্রনিক প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে রাজ্যের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং শিল্প প্রশিক্ষণের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। রাজ্যের পলিটেকনিক কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ই-লার্নিং ব্যবস্থায় যে সমস্ত উদ্যোগ এপ্রিলের শুরু থেকে নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল -

(১) ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি এবং অন্যান্য সমস্ত ডিপ্লোমা কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়াল প্রস্তুত করেছেন সরকারি পলিটেকনিকের প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। প্রত্যেকটি বিষয়ের আহ্বায়ক শিক্ষক / শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ঐ সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়ালের গুণমান যাচাই করে নির্বাচিত মেটেরিয়াল সমূহ কাউন্সিলের ওয়েব সাইট (webscte.co.in)-এ তুলে দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ঘরে বসে এই সমস্ত স্টাডি মেটেরিয়াল ডাউনলোড করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে। জুলাই মাসের শেষভাগ পর্যন্ত এক হাজারের উপর স্টাডি মেটেরিয়াল এই ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া হয়েছে। আরো অনেক বিষয়বস্তু প্রস্তুত হয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে ৩৫৮৭৬-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রী-এর থেকে উপকৃত

হয়েছে। পি. ডি. এফ. ফাইল ছাড়া বিভিন্ন অডিও ভিস্যুয়াল কনটেন্ট ও ইউটিউব চ্যানেলে তোলা হয়েছে।

(২) সংসদের ওয়েবসাইট ছাড়াও আরেকটি ওয়েবসাইট (tetsd.lms.gov.in)-এ বিভিন্ন বিষয়ের স্টাডি মেটেরিয়াল তোলা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট হল এখানে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছা করলে এই সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী মত বিনিময় এবং আলোচনা করতে পারবে 'অ্যাসাইনমেন্ট' আকারে।

(৩) উপরের দুটি ওয়েবসাইট ছাড়াও ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এন.আই.সি.) দ্বারা প্রস্তুত ওয়েবসাইট (wbtetsd.gov.in/learning) ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কাজ করছে। এই ওয়েবসাইট/পোর্টাল-এর বৈশিষ্ট হল - এম.সি.কিউ. নির্ভর অনলাইন টেস্ট আয়োজন করার মতো ব্যবস্থা।

(৪) এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কারিগরী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দপ্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা Google-এর সহায়তা সংসদের সাহায্যে আদায় করা গেছে। এই সংস্থার দ্বারা নির্মিত G-suite-এর ব্যবহার কোনও খরচ ছাড়াই নিশ্চিত করা হয়েছে। এই G-suite পোর্টাল ব্যবহার করে অনলাইন শিক্ষার সব রকমের বৈশিষ্ট বাহক একটি মাত্র বিস্তির্ন ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যাবে। দপ্তরের আই.টি.সেলের আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দ এই ব্যবস্থার ব্যবহার খুব তাড়াতাড়ি শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

(৫) পলিটেকনিকের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা/প্রশিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন ই-প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে অনলাইন ক্লাস নিচ্ছেন। করোনা আবহে তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস ধন্যবাদযোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ই-লার্নিং শিক্ষা ব্যবস্থায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দপ্তর, আধিকারগুলি এবং সংসদ যৌথভাবে খুব শীঘ্র আরো সুন্দর/সহজ পরিকাঠামো যুক্ত দীর্ঘমেয়াদী ফলদায়ক ই-লার্নিং ব্যবস্থার প্রয়োগ শুরু করতে চলেছে।

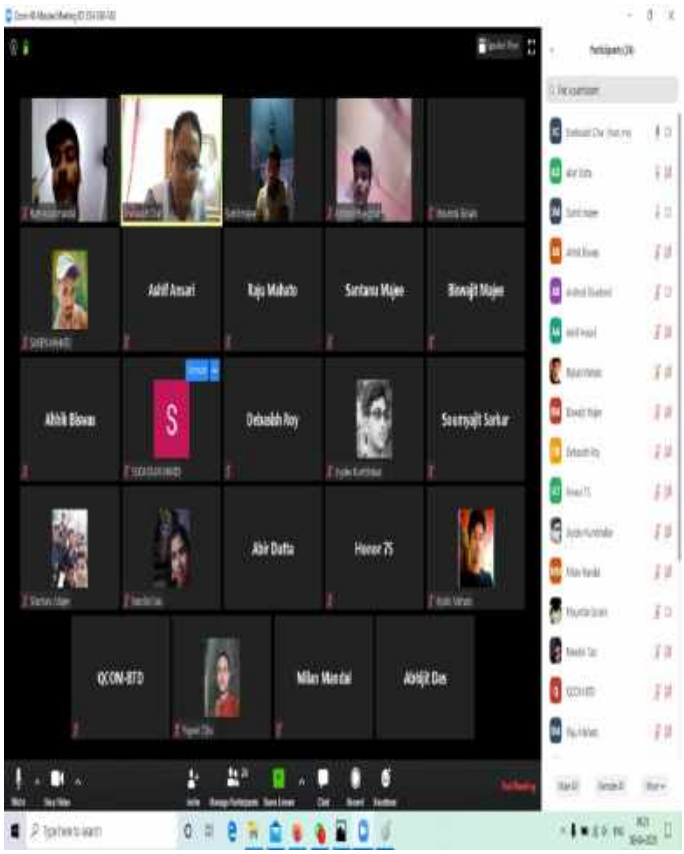

(গ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা

করোনা ভাইরাসের আক্রমণের জন্য লকডাউন পর্যায়ে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে দপ্তরের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাস এবং ই-লার্নিং মেটেরিয়াল তৈরীর কর্মকান্ডে দারুন সাড়া পড়েছে। লকডাউনের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ করোনা ভাইরাসের

অতর্কিত আক্রমণের জন্য ব্যাহত হওয়ায় এপ্রিল মাসের প্রথম থেকেই অনলাইন ক্লাস এবং ই-লার্নিং মেটেরিয়ালের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের উদ্যোগ নেয় দপ্তর। দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রী অনুপ কুমার আগরওয়াল, আই.এ.এস. দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে ভিডিও কনফারেন্স করে দপ্তরের সমস্ত স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনা করার নির্দেশ দেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকার সম্মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রধান সচিবের নির্দেশ অনুসারে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষকদের ই-লার্নিং-এর কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েন বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত চুক্তিভিত্তিক এবং আংশিক সময়ের শিক্ষক এবং প্রশিক্ষক মহাশয়বৃন্দ। শিক্ষকমশাইয়ের দাবি মেনে ই-লার্নিং-এর জন্য মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ডাটা রিচার্জ খরচ বাবদ প্রত্যেক শিক্ষক-প্রশিক্ষক-এর জন্য মাসে ১০০ টাকা করে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করে দপ্তর।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকাবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ (১৫-ই জুন) পর্যন্ত ক্রমবর্ধিত হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২,৫০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী এই ই-লার্নিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। দূরদূরান্তের কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়া বেশিরভাগ অংশের শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকাবৃন্দ লক-ডাউন পিরিয়ডে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য বিপুলভাবে এগিয়ে এসেছেন। জুম, স্কাইপ, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অন-লাইন ক্লাস নিয়েছেন তাঁরা। এছাড়াও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী চ্যাপ্টার ধরে ধরে স্টাডি মেটিরিয়াল, ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরী করে সংসদের নির্ধারিত ই-মেলে পাঠাতে থাকেন তাঁরা।

স্কুল পর্যায়ে বর্তমানে রাজ্যে ১২৭৬টি বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক (বৃত্তিমূলক) শিক্ষা চলছে এবং ২৩৭৪টি কেন্দ্রে বৃত্তিমূলক স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ চলছে। ১৫ই জুন পর্যন্ত সংসদের নির্ধারিত ই-মেলের মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ মিলিয়ে মোট ১২০০০ ই-কনটেন্ট এসেছে। সংসদের ই-কনটেন্ট ভ্যালিডেশন কমিটি এই স্টাডি মেটেরিয়ালগুলির গুণগত মান যাচাই ক'রে নির্বাচিত মেটেরিয়ালগুলিকে সংসদের ওয়েবসাইট www.wbscvet.nic.in-এ আপলোড করার জন্য পাঠাচ্ছে। এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বাড়িতে বসে পড়াশোনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ণ দপ্তরের সম্মননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন - ''রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে লকডাউন পিরিয়ডে বন্ধ থাকার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে ই-লার্নিং পদ্ধতিতে ক্লাস চালু করা হয়েছে। রাজ্যের পলিটেকনিক কলেজ, আই.টি.আই., স্কুল পর্যায়ের বৃত্তিমূলক উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা এবং স্বল্পমেয়াদি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে এই পদ্ধতিতে ক্লাস চলছে। আগামীতে টিভি এবং রেডিওর মাধ্যমেও প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে''।

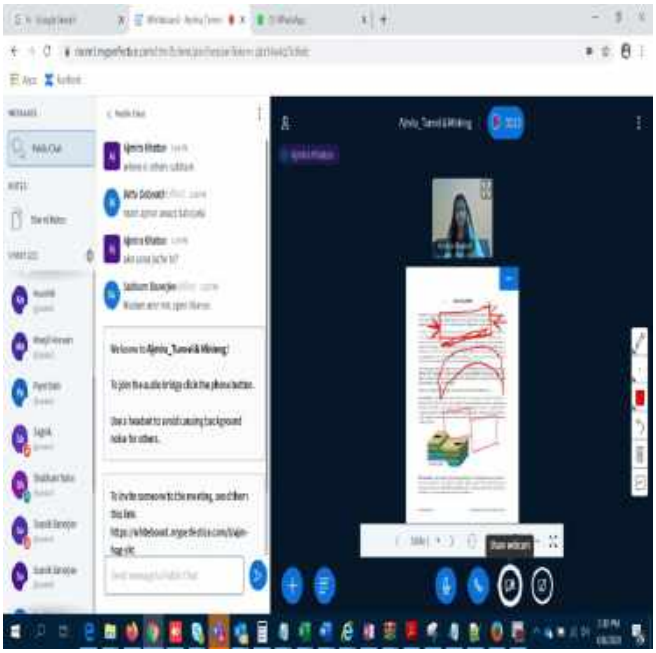

ইন্টার-পলিটেকনিক স্পোর্টস মিট

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ গত মার্চ মাসে ইন্টার-পলিটেকনিক স্পোর্টস মিট আয়োজন করে। এ ব্যাপারে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়-এর উৎসাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। সংসদের চেয়ার পার্সন এবং মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক মহাশয়ার প্রত্যক্ষ ভূমিকাও ছিল অপরিসীম। গতানুগতিক পড়াশোনার কর্মসূচির

বাইরে গিয়ে খেলাধূলার উৎকর্ষ বাড়াতে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংসদ তথা দপ্তর ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দের ধন্যবাদ কুড়িয়ে নিয়েছে। গত ৩রা মার্চ, ২০২০-এর মধ্যে এই স্পোর্টস মিটের প্রথম পর্বের ইভেন্টগুলি শেষ হয়েছে। প্রথম পর্বের বিকেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা রাজ্যের সমস্ত পলিটেকনিক কলেজগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় মোট দশটি সরকারি পলিটেকনিকের ময়দানে। এই দশটি নির্বাচিত সরকারি পলিটেকনিক ছিল **স্পোর্টস সেন্টার পলিটেকনিক**। পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় পর্বে এই দশটি স্পোর্টস সেন্টার পলিটেকনিকের ময়দান থেকে প্রত্যেকটি ইভেন্টের সফল প্রতিযোগিদের নিয়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যায়নি করোনা ভাইরাসের অতর্কিত আক্রমণের জন্য।

ইন্টার পলিটেকনিক স্পোর্টস মিটে যে সমস্ত সরকারি পলিটেকনিককে **স্পোর্টস সেন্টার পলিটেকনিক** হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল -

(১) আসানসোল পলিটেকনিক, আসানসোল, পূঃ বর্ধমান।

(২) ওয়েস্টবেঙ্গল সার্ভে ইনস্টিটিউট, ব্যান্ডেল, হুগলী।

(৩) বিপ্রদাস পাল চৌধুরী ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

(৪) কন্টাই পলিটেকনিক, কন্টাই, পূঃ মেদিনীপুর।

(৫) জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, জলপাইগুড়ি।

(৬) ডায়মন্ডহারবার সরকারি পলিটেকনিক, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগণা।

(৭) আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস পলিটেকনিক, বেড়াচাঁপা, উঃ ২৪ পরগণা।

(৮) মালদা পলিটেকনিক, মালদা

(৯) মুর্শিদাবাদ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

(১০) পুরুলিয়া পলিটেকনিক, পুরুলিয়া।

প্রত্যেকটি **স্পোর্টস সেন্টার পলিটেকনিক** ময়দানে নিচের আটটি স্পোর্টস ইভেন্টের মধ্যে যে কোন ছয়টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় -

(১) ১০০ মি., ২০০ মি., ১০০০ মি. দৌড়।

(২) রিলে দৌড়।

(৩) দীর্ঘ লম্ফন।

(৪) উচ্চ লম্ফন।

(৫) বর্শা নিক্ষেপণ।

(৬) শট-পাট নিক্ষেপণ।

(৭) টেবিল টেনিস।

(৮) ফুটবল।

প্রত্যেকটি ময়দানে রাজ্যের ১৩ থেকে ১৬টি পলিটেকনিক কলেজের ছাত্র-ছাত্রী খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রত্যেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণকারীকে জলখাবার, দুপুরের খাবার এবং যাতায়াত খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে প্রত্যেক ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ডাইরেক্টরেট এবং কাউন্সিল থেকে ৪ জন আধিকারিক নিয়ে গঠিত **স্পোর্টস কমিটি** সমগ্র প্রতিযোগিতা পর্বটি সুচারুভাবে পরিচালনা করে।

রাজ্যের ৭৫টি সরকারি পলিটেকনিক কলেজের জন্য একই রকমের ওয়েব-পোর্টাল উদ্বোধন করলেন কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ণ দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু।

রাজ্যের সরকারি পলিটেকনিকগুলির নিজস্ব ওয়েবসাইট ছিল বহু বৎসর যাবৎ। কিন্তু এক একটি পলিটেকনিক কলেজের ওয়েবসাইটের তথ্য, পরিসংখ্যান সমূহ এক এক রকম আকারে পরিবেশিত হয়ে আসছিল। রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ, শিল্পসংস্থা এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিকের দরকারি তথ্যসমূহ যাতে খুব সহজে পৌঁছায়, তারা যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে খুঁজে নিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে দপ্তর ও ডাইরেক্টরেট-এর আধিকারিকবৃন্দ রাজ্যের সমস্ত সরকারি পলিটেকনিকের জন্য অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশনের বর্তমানে নির্দেশিত পথে একই রকম আকারে সমস্ত রকম তথ্যপূর্ণ ওয়েব পোর্টাল তৈরীর প্রয়োজন অনুভব করে। দপ্তরের সম্মননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু, প্রধান সচিব মহাশয় এবং তৎকালিন যুগ্মসচিব শ্রী সুপর্ণ কুমার রায় চৌধুরী-এর পরামর্শ অনুযায়ী এই কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েব-পোর্টাল তৈরীর দায়িত্ব পায় কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (এন.আই.সি.)। দীর্ঘ দুই বৎসরের পরিশ্রমে রাজ্যের সমস্ত সরকারি পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ/ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় এন.আই.সি. সুবৃহৎ কাজটি শেষ করল করোনা আবহের মধ্যে।

গত ১৫ই মে, ২০২০ কারিগরী ভবনের কনফারেন্স হলে একযোগে রাজ্যের ৭৫টি সরকারি পলিটেকনিকের কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করলেন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের বর্তমান সম্মাননীয় সচিব শ্রী অনুপ কুমার আগরওয়াল মহাশয়, যুগ্ম সচিব শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরি, দপ্তরের অধীন তিনটি অধিকার-এর অধিকর্তা মহাশয়গণ, সংসদের চেয়ার পার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, সংসদের মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীমতী মধুমিতা রায় সহ তিনটি অধিকার এবং দপ্তরের বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন এন.আই.সি. সংস্থার বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ। নতুন করে সাজানো ওয়েব-পোর্টালগুলি রাজ্যের নাগরিকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকসমাজ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জন্য রাজ্যের যে কোন সরকারি পলিটেকনিকের সমস্ত সুবিস্তৃত প্রয়োজনীয় তথ্য হাতের নাগালে এনে দিয়েছে।

যে কোন সরকারি পলিটেকনিকের শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো, ছাত্র/ছাত্রী আবাস, ডিপ্লোমা কোর্সসমূহ, যোগাযোগের উপায়, প্লেসমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য এই ওয়েব পোর্টাল থেকে খুব সহজে জানা যাবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার রেকারিং গ্রান্ট সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেমের উদ্বোধন করলেন সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়

রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান/শিক্ষা কেন্দ্রগুলিকে রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম রেকারিং গ্রান্ট দেওয়া হয়। শিক্ষক, প্রশিক্ষকবৃন্দের প্রতিমাসের পারিশ্রমিক ভাতা যেমন চিরাচরিত ম্যানুয়াল সিস্টেমের পরিবর্তে গত ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ থেকে অনলাইন অটোমেটেড 'ইনটেগ্রেটেড অনলাইন স্যালারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (আই.ও.এস.এম.এস.)-এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে তেমনি অন্য সব রেকারিং গ্রান্ট যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অনারেরিয়াম, ট্রেনিং মেটেরিয়ালের খরচ, বিদ্যুতের বিল সহ অন্যান্য অফিস চালানোর খরচ এতদিন ম্যানুয়াল সিস্টেমে দেওয়া হত। রেকারিং গ্রান্টের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট ডাইরেক্টরেটে জমা পড়তো হাতে হাতে বা ডাকযোগে। বহু দূরের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সুবিধার জন্য এবং সময়ের মধ্যে গ্রান্ট দেওয়া ও ব্যবহারের পর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা নেওয়া তথা শিক্ষাকেন্দ্রগুলির রিক্যুইজিশন অনুযায়ী পরবর্তী কোয়ার্টারের রেকারিং গ্রান্ট দেওয়ার ব্যবস্থাকে সহজ করার জন্য নতুন একটি অনলাইন মডিউল আই.ও.এস.এম.এস.-এর সাথে জুড়ে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এন.আই.সি.-র উপর সময়োপযোগী ও সহজ রেকারিং গ্রান্ট মডিউল তৈরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দেড় বছরের পরিশ্রমে এই মডিউল তৈরীর কাজ শেষ হয় গত মার্চের প্রথম দিকে। পরিকল্পনা ছিল নতুন অর্থবর্ষ ২০২০-২০২১ থেকে এই নতুন মডিউলটি কার্যকর করা হবে। কিন্তু মার্চের শেষ দিকে দেশ তথা রাজ্যে করোনা অক্রমণের জন্য গত এপ্রিল, ২০২০ থেকে এই মডিউলটি কার্যকর করা যায় নি।

গত ১৭-ই জুলাই, ২০২০ কারিগরী ভবনের কনফারেন্স হলে এক ঘরোয়া ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নতুন রেকারিং গ্রান্ট মডিউলের উদ্বোধন করলেন দপ্তরের সম্মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু মহাশয়। সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের বর্তমান প্রধান সচিব শ্রী অনুপ কুমার আগরওয়াল (আই.এ.এস.) মহাশয়। দপ্তরের তিনটি অধিকারের বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ, সংসদের চেয়ার পার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী মহাশয়, এন.আই.সি.-র পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ, দপ্তরের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করোনা আবহের মধ্যে সরকারি নিয়ম মেনে সুচারুভাবে পরিচালিত হয়।

রেকারিং গ্রান্ট মডিউলের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হবে সেগুলি হল -

(১) রেকারিং গ্রান্ট ডিসবার্সমেন্টের যথাযথ নথিকরণ;

(২) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষাকেন্দ্রগুলির রিকুইজিশন/প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ের মধ্যে রেকারিং গ্রান্টের সরবরাহ;

(৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষাকেন্দ্র, রিজিওনাল অফিস, ডাইরেক্টরেট এই তিনটি স্তরের মধ্যে খুব কম সময়ে সমন্বয়সাধন এবং তথ্য বন্টন;

(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরোক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি নিরসন;

(৫) সিস্টেম জেনারেটেড বিল তৈরী সহ স্বচ্ছ পরিচালন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

করোনা আবহের মধ্যে ভোকেশনাল ডাইরেক্টরের সি.এস.এস. - ভি.এস.ই. (এন.এস.কিউ.এফ.) সেলের বিভিন্ন কর্মসূচী

(১) বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী-র মধ্যে এন.এস.কিউ.এফ. সেলের নির্দেশ এবং পরামর্শ অনুযায়ী এই স্কিমের বিভিন্ন সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ঘরে বসে ১০৭৫টি মডেল তৈরী করেছে।

(২) লকডাউন পিরিয়ডে এই স্কিমের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য ৯০টি অনলাইন গেস্ট লেকচার সেশন আয়োজিত হয়েছে।

(৩) বিভিন্ন সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২৩টি ভার্চুয়্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(৪) গত ৫ই জুন, ২০২০ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদযাপন উপলক্ষে এই স্কিমের ছাত্র-ছাত্রীরা সারা রাজ্য জুড়ে বৃক্ষরোপন করে। ২৩৫৪৬ টি গাছের চারা লাগিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নিজেদের হাতে।

(৫) গত ১২ই জুন 'বিশ্ব শিশু শ্রম বিরোধী দিবস' উদযাপন করল এন.এস.কিউ.এফ.-এর প্রাইভেট ট্রেনিং প্রোভাইডার কেস কর্প লিমিটেড। ৫টি বিভিন্ন স্কুলের 'ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি' সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অনলাইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন করেছে।

(৬) গত ১লা জুন থেকে ১৩ই জুন পর্যন্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ট্রেনিং প্রোভাইডার এমপাওয়ার প্রগতি ভোকেশনাল অ্যান্ড স্টাফিং প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ থেকে রিটেল এবং আই.টি./আই.টি.ই.এস. সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'ডিজিট্যাল সামার ক্যাম্প এবং সামার ক্যাম্প প্রো' আয়োজিত হয়েছে।

(৭) গত ২০/০৬/২০২০ তারিখে এন.এস.কিউ.এফ. সেলের উদ্যোগে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই স্কিমের প্রত্যেক সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'ওয়েবিনার অন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট' আয়োজিত হয়েছে। এন.এস.কিউ.এফ. ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এই উদ্যোগে সরাসরি সক্রিয় অংশগ্রহণ করে সমস্ত দায়ভার বহন করেছে।

(৮) গত ২১/০৬/২০২০ তারিখে 'বিশ্ব যোগ দিবস' উদযাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে। সি.এস.এস.ভি.এস.ই. স্কিমের অধীনে 'হেলথ্ কেয়ার' সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এই দিবসটি উদযাপন করেছে।

(৯) রিটেল এবং আই.টি./আই.টি.ই.এস. সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষকদের জন্য গত ২৫/০৬/২০২০ তারিখে 'প্রিডিসপোজ ট্রেনিং' আয়োজিত হয়েছে। এন.এস.কিউ.এফ. সেল এবং এমপাওয়ার প্রগতি ভোকেশনাল এবং স্টাফিং প্রাইভেট লিমিটেডের (ট্রেনিং প্রোভাইডার) যৌথ উদ্যোগে 'রিটেল' সেক্টরের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটরদের সক্রিয় দায়িত্বে এই ট্রেনিংটি সাফল্য পেয়েছে।

(১০) গত ১০/০৬/২০২০ এবং ২০/০৬/২০২০ তারিখে ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে 'ট্যুরিজম এবং হসপিটালিটি' সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য তিনটি 'ওয়েবিনার অন ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট' আয়োজিত হয়েছে। কেস কর্প লিমিটেড (ট্রেনিং প্রোভাইডার) এই কর্মসূচীর আয়োজন করে।

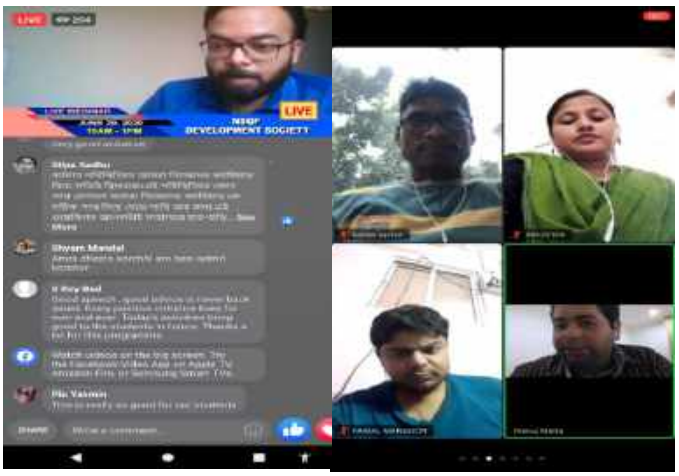

কারিগরী বার্তা

তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৪২৭
কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

‘হেরিটেজ’ তকমা আদায় করলো কালিম্পং-এর ‘চিত্রভানু’

পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন ঐতিহ্যমন্ডিত ‘চিত্রভানু’ ভবনটিকে অতি সম্প্রতি ‘হেরিটেজ’ তকমা দিল। কালিম্পং শৈলশহরে অবস্থিত ‘চিত্রভানু’ তৈরী করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ঐ ভবনে প্রত্যেক বছর কিছু সময় বাসও করতেন। ১৯৪২ সালে ‘চিত্রভানু’ কবিগুরুর পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর নামে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। প্রতিমাদেবী ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত ঐ ভবনে বসবাস করেছেন।

‘চিত্রভানু’ তৈরীর উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় মহিলাদের আর্ট এবং ক্রাফট্ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা। শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীমতী প্রতিমাদেবী এই কাজে নিজেদের নিযোজিত করেছিলেন।

শ্রীমতী প্রতিমাদেবী নিজের জীবদ্দশায় ভবনটিকে পঃ বঃ সরকার-এর শিক্ষা দপ্তরকে হস্তান্তর করে যান যাতে স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণের কাজ অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে ‘চিত্রভানু’-র দায়িত্ব বর্তায় পঃ বঃ সরকারের কারিগরী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দপ্তরের উপর এবং দীর্ঘকাল যাবত কারিগরী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দপ্তর ঐ ভবনে একটি সরকার পোষিত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় মহিলাদের আর্ট এবং ক্রাফট্-এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছে।

২০১১ সালে উত্তর-পূর্ব ভারত, নেপাল সমেত দার্জিলিং পাহাড়ের ভূখন্ড প্রচন্ড ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ‘চিত্রভানু’ ভবনের একটি অংশ এবং সীমানা প্রাচীর ভীষণভাবে ঐ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর **‘উৎকর্ষ বাংলা’** প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ঐ ভবনে। দপ্তর পি.ডাবল্যু.ডি.-র মাধ্যমে ভবনটির সংস্কারের কাজ শুরুর উদ্যোগ নিয়েছে। বর্ষার শেষেই কাজ শুরু করবে পি.ডাবল্যু.ডি.। ইতিমধ্যেই পঃ বঃ হেরিটেজ কমিশন ‘চিত্রভানু’-কে হেরিটেজ ভবন তকমা দিল যা দপ্তরের কাছে একটি আনন্দের বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি আই.টি.আই.-তে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও পি.পি.পি. পরিচালিত সরকারি আই.টি.আই.গুলির বিভিন্ন CTS কোর্সগুলিতে ভর্তির জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং (WBSCVT)-এর ওয়েবসাইট www.wbscvt.org-এর মাধ্যমে অন্‌লাইনে আবেদন করা যাবে। অন্‌লাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছিল ০৪/০৩/২০২০ থেকে। বর্তমানে COVID-19 পরিস্থিতির জন্য আবেদন গ্রহণ ও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পুরো প্রক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্‌লাইনের মাধ্যমে করা হচ্ছে। অন্‌লাইনে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখটি হল ৩১/০৭/২০২০। এবছর মোট ১২১ টি আই.টি.আই.-তে প্রায় ২০৮৪২ টি শুন্য আসনে ছাত্র ভর্ত্তি করা হবে।

এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৬,৩৫১ জন প্রার্থী অন্‌লাইনে আবেদন করেছেন। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ্ তথ্যাবলি WBSCVT-র ওয়েবসাইটে (www.wbscvt.org) পাওয়া যাচ্ছে।

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন, অ্যাকশন এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন, কলকাতা-৭০০ ১৬০ থেকে মুদ্রিত, প্রকাশিত এবং সঞ্চালিত।
ই-মেল-wb.karigaribarta@gmail.com, ওয়েবসাইট-www.wbtetsd.gov.in, দূরভাষ - (০৩৩) ২৩৪০৩৬৪১